বিল্‌স - সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প

Policy Support and Campaign for Workplace Safety & Livelihoods Security for Workers

(শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্পেইন)

প্রতিবেদনঃ জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৫

সহযোগীতায় : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

ন্যায্য মজুরি, পেশাগত দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এডভোকেসী

ভূমিকাঃ

'ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা'- দারিদ্র বিমোচন, অব্যাহত উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অন্যতম শর্ত- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিল্‌স ২০০৫ সাল থেকে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পক্ষে জাতীয় পর্যায়ে প্রচারাভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা নামে একটি বিশেষ প্রকল্প কার্যক্রম মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে। 'বিল্‌স-সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প' ৩য় পর্যায়ে তিন বৎসর মেয়াদে (আগষ্ট ২০১৩ - জুলাই ২০১৬) নবায়ন হয়ে বর্তমানে চলমান আছে। সকল শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরী এবং নারী শ্রমিকের জন্য মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করাসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহকে এডভোকেসী ও নীতি নির্ধারণীতে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক শিল্প, চাতাল ও চিংড়ি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরিসহ জাতীয় ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ, গৃহশ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা এবং শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে প্রচারাভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিল্‌স- সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মসূচী পরিচালিত হয় তা হলো:

১. গবেষণা পরিচালনা: 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও তৈরি পোশাক শিল্প সহ সকল শ্রমিকের জন্য জাতীয় নূন্যতম মজুরী' এবং 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তায় ক্ষতিপূরণের জাতীয় মানদন্ড নির্ধারণ' শীর্ষক গবেষণা ও এ লক্ষ্যে এডভোকেসী পরিচালনা;
২. শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও বীমা বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা;
৩. নেটওয়ার্কিং ও ফোরামের কার্যক্রম পরিচালনা;
৪. 'বিল্‌স-কাজে ফেরা' কর্মসূচীর মাধ্যমে রানা প্লাজা সহ পেশাগত দুর্ঘটনায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা;
৫. প্রকাশনা।

বিল্‌স-সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প ২০১৫ এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

- 'গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' এর উদ্যোগে গৃহশ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সাথে লবি ও এডভোকেসি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২১ ডিসেম্বর ২০১৫, সরকার কর্তৃক 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ অনুমোদন হয়েছে।
- বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহ এবং গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর সদস্য সংগঠনসমূহের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ১০টি এলাকায় গৃহশ্রমিক সংগঠিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গোষ্ঠী বীমার কার্যক্রম ব্যাপকতর ও গতিশীল করার জন্য নির্মাণ শিল্পের নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণকে অবহিতকরণ ও বীমায় অংশগ্রহণের জন্য শ্রমিকদেও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান আছে;
- অভিবাসনের নামে মানবপাচার, জিম্মি করা, নির্যাতন, হত্যাসহ সাম্প্রতিক সময়ের চরম মানবিক বিপর্যয় ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে এডভোকেসি কার্যক্রম এবং সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে লবি পরিচালনা;
- ৫ জানুয়ারি হতে এপ্রিল ২০১৫ চলমান অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটিতে চিকিৎসারত আহত ও চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিহত শ্রমিকদের তালিকা তৈরীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা ও মোট ৮৮ শ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে পৃথকভাবে ২০,০০০/- টাকার চেক প্রদানে সহযোগীতা করা;

- বিল্‌স-কাজে ফেরার আওতায় পরিচালিত বিল্‌স সহায়তা কেন্দ্র, টঙ্গী মাধ্যমে "এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সহ জীবনমান উন্নয়নে কাউন্সিলিং" কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে টঙ্গীস্থ ৪টি এলাকা থেকে বাছাই করে ৫০ জন শিশু শ্রমিকের পরিবারকে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় যেমন: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি ও পুষ্টি, সুষম খাবার ও এর অভাব জনিত রোগ, চর্ম রোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের করা হচ্ছে।

বিল্‌স- সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের উদ্যোগে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ ইং পর্যন্ত যেসব কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. **গবেষণা পরিচালনা: "জাতীয় নূন্যতম মজুরী"** এবং **"শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তায় ক্ষতিপূরণের জাতীয় মানদন্ড নির্ধারণ"** বিষয়ক দুইটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও বীমা বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা:

২.১ 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ: সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫, বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠী বীমা কার্যক্রম ব্যাপকতর ও গতিশীল করাসহ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও নির্মাণ শিল্পের নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে অবহিতকরণ এবং বীমায় অংশগ্রহণের জন্য বেশী সংখ্যক শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণসহ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তায় ক্ষতিপূরণে মানদন্ড নির্ধারণে সুপারিশমালা প্রণয়ণ করাই জাতীয় কর্মশালার মুল উদ্দেশ্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স এর চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান সিরাজ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এর মহাসচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান, কর্ম অধিবেশন সঞ্চালনা করেন বিল্‌স এর সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শিরীণ আখতার এমপি। কর্মশালায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, বিধি ও স্কিম সমূহ পরিচিতি: শ্রমিকের সহযোগীতা প্রাপ্তিতে সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (শ্রম) ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান। কর্মশালায় নির্মাণ সেক্টরের নেতৃবৃন্দ গোষ্ঠী বীমা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা সহ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক পক্ষের সদস্যবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, জনাব ফজলুল হক মন্টু ও কাজী রহিমা আকতারসহ প্রমুখ। কর্মশালার শেষ অধিবেশনে উপরোক্ত বিষয়ে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মন্তব্য, সুপারিশ ও ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

২.২ "শ্রম ইস্যুতে সাম্প্রতিক উদ্যোগ: খুলনা অঞ্চলের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের সম্পৃক্ততা, পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা:

১৬-১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে আভা সেন্টার, ৮২, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, নতুন বাজার, খুলনা'য় শ্রম ইস্যুতে সম্প্রতি শ্রম আইন সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কলকারখানাসমূহে পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণ, শ্রম আদালতসমূহকে আরও কার্যকর করা এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় গোষ্ঠী জীবন বীমা স্কীম চালুসহ নানাবিধ উদ্যোগের সাথে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিককে সম্পৃক্ত করা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে অবহিতকরণের জন্য বিল্‌স- এসএসএন ও এলওএফটিএফ প্রকল্প এর উদ্যোগে স্কপ এর খুলনা আঞ্চলিক কমিটির সমন্বয়ে দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন স্কপ, খুলনা এর সমন্বয়কারী জনাব বি এম জাফর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিল্‌স এর সহকারী নির্বাহী পরিচালক জনাব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ৫ টি অধিবেশনে সম্পন্ন হয়। কর্মশালায় খুলনা অঞ্চলের স্থানীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নারী কমিটি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত (বিশেষ করে নির্মাণ সেক্টর) নিয়ে কাজ করছেন এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২.৩ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা সম্পর্কিত রিভিউ মিটিংঃ

শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা সম্পর্কিত ৭ টি রিভিউ মিটিং ৩০ সেপ্টেম্বর, ১, ৭, ১০, ১২, ১৬ অক্টোবর ও ৮ নভেম্বর ২০১৫ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ আইনজীবি ও বিল্‌স কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.৪ 'নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠী জীবন বীমা স্কিম ও ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের বীমায় উদ্বুদ্ধকরণে' বিল্‌স সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সহযোগীতায় ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ঢাকা শহরের দুটি এলাকায় পৃথক দুটি সভা (১ মে ২০১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫) আয়োজন করেন। সভায় বিল্‌স কর্তৃক প্রকাশিত "নির্মাণ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: উন্নয়নে করণীয়" বিষয়ক বুকলেটটি ব্যবহার করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সকল নির্মাণ শ্রমিকের মধ্যে উক্ত বুকলেট বিলি করা হয়। এছাড়াও নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠী বীমার বিষয়ে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক লীগ ও ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় তাদের চাহিদা মোতাবেক উপরোক্ত বুকলেটটি প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩. নেটওয়ার্কিং ও ফোরামের কার্যক্রম (ওয়েভ সাইট এর নেটওয়ার্কিং প্রোফাইলে বর্ণনা করা হয়েছে)।

৪. বিল্‌স-সহায়তা কেন্দ্র'র উদ্যোগে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫ যে সকল কর্মসূচী পরিচালিত হয় তা নিম্নরূপঃ

১৪ ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে বিলস সহায়তা কেন্দ্র সাভার থেকে টঙ্গী বিলস শিশূ শ্রম নিরসন প্রকল্পের পূর্বের অফিস টংগীতে স্থানান্তর করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ।

৪.১ ফলোআপ চিকিৎসা সেবা প্রদান :

১৪ ই ফেব্রয়ারী থেকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ফলোআপ চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চিকিৎসা কার্যক্রম সপ্তাহে ২(দুই দিন) প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার রোগীদের চিকিৎসার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০জন রোগীকে ফলোআপ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ মত বিনিময় সভা:

১৪ই মার্চ ২০১৫ তারিখে বিলস কাজে ফেরা প্রকল্পের আগামী এক বছরের কার্যক্রমের, অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৩ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম:

১৪ ই মার্চ ২০১৫ তারিখে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিলস শিশু শ্রম নিরসন প্রকল্প থেকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা ও শিশু শ্রমিকগণ ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে ১০০ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৬০ জনের তথ্য সংগ্রহ করা হলেও ২০০ জন শিশু শ্রমিক ও তার পরিবারের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান আছে।

৪.৪ ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান :

বিল্‌স (কাজে ফেরা), টঙ্গী ফিজিওথেরাপি সেন্টারে শিশু শ্রম নিরসন প্রকল্পের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে থেকে পেশাগত রোগে আক্রান্ত মোট ৩৮ জন নতুন রোগী (পুরুষ ১২ জন, নারী ২৬) ও ১০৭ জন পুরাতন (২২ জন পুরুষ ও ৮৫ জন নারী) রোগীকে ফলোআপ ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান করা হয়।

৪.৫ এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ও জীবনমান উন্নয়নে কাউন্সিলিং :

১ জুলাই ২০১৫ হতে **"এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সহ জীবনমান উন্নয়নে কাউন্সিলিং"** কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে টঙ্গীস্থ ৪টি এলাকা থেকে বাছাই করে ৫০ জন শিশু শ্রমিকের পরিবারকে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম সপ্তাহে ৫ দিন করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় যেমন: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি ও পুষ্টি, সুষম খাবার ও এর অভাব জনিত রোগ, চর্ম রোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

৪.৬ পূনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহযোগীতা প্রদান:

- রানা প্লাজার আহত শ্রমিক শিলা বেগম ও টঙ্গীর শ্রমিক দেলায়ারা বেগমকে বিল্‌স সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প হতে ৩০ আগষ্ট ২০১৫ তাদের পুনর্বাসনের জন্য সহযোগীতা স্বরূপ পৃথকভাবে প্রত্যেককে নগদ ২০,০০০/= টাকা করে প্রদান করা হয়।
- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রানা প্লাজার উদ্ধারকর্মী মামুন'কে পূর্ণবাসনের জন্য ২০,০০০ টাকার চেক প্রদান করা হয়।
- রানা প্লাজার আহত শ্রমিক মীম এর মা নুর নাহার'কে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

৪.৭ চলমান অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে নিহত ও আহত শ্রমিকদের তালিকা তৈরী ও চেক প্রদান অনুষ্ঠানঃ

৫ জানুয়ারি ২০১৪ হতে দেশে চলমান আরোধ ও হরতাল কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় দূবৃত্তদের প্রেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন এবং চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা গেছেন এমন শ্রমিকদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে আর্থিক সহয়তা প্রদানের জন্য ৩০ জানুয়ারি ২০১৫ হতে শুরু করেন এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত বার্ণ ইউনিটিতে ভর্তি থাকা ৯৫ জন রোগীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র শ্রমিক এমন ৪৯ জন (৪৬ জন আহত, ০৩ জন নিহত) শ্রমিকের নামের তালিকা তৈরী করা হয় এবং উক্ত তালিকা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পাঠানো হয়।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানঃ

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মিডিয়া সেন্টারে মুল তালিকার ৪৯ জন হতে ৩৩ জন শ্রমিকের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে ২০,০০০ টাকার পৃথক চেক ইস্যু হয় এবং চেক সমূহ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শিরীণ আখতার এমপি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মিকাইল শিপার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মহাপরিদর্শক জনাব সৈয়দ আহম্মদ। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতে এপ্রিল ২০৫ পর্যন্ত বার্ণ ইউনিটিতে ভর্তিরত আহত ও নিহত শ্রমিকদের পূর্বের (১ম পর্যায়) তালিকা তৈরীর নিয়মানুযায়ি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে (২৪+১৫=৩৯ জন) মোট ৩৯ জনের নামের তালিকা প্রস্তুত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। রাজনৈতিক সহিংসতায় ১ম, ২য় ও তয় পর্যায়ে মোট ৮৮ জন শ্রমিকের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের আর্থিক সহযোগীতা প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের কাজে বিল্‌স একনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

৫. প্রকাশনাঃ

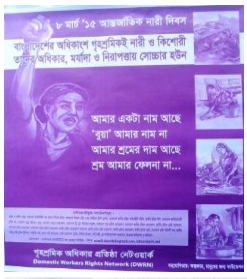

- আন্তজার্তিক নারী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর পক্ষ থেকে ১০,০০০ কপি পোষ্টার ৫০০০ কপি লিফলেট ৩০০ জন গৃহশ্রমিককে ৩০০ টি এ্যাপরন প্রদান এবং র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য ৫০০ কপি র‍্যালি ক্যাপ প্রকাশনা করা হয়;
- **'শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তায় এগিয়ে আসুন'** শীর্ষক ২০০০ লিফলেট প্রকাশনা ;
- মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ছাদ ধস ও মিরপুর প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকান্ডসহ কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া **শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দাবী সহ নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবীতে এগিয়ে আসার'** আহব্বান শীর্ষক ২০০০ লিফলেট প্রকাশনা;
- রানা প্লাজার ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে **'বিভীষিকা ও অপেক্ষার শেষ চাই'** শীর্ষক ৫০০০ কপি লিফলেট প্রকাশনা;

- **“নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠী বীমা স্কিম”** কিস্তি পরিশোধের রশিদ বহি শীর্ষক পাস বহি ৫,০০০ কপি প্রকাশনা করে নির্মাণ শ্রমিকদের ফেডারেশনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে;
- মহান মে দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর পক্ষ থেকে **‘গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় আইন চাই’** এই স্লোগানকে সামনে রেখে এলাকা ভিত্তিক ক্যাম্পেইন এর জন্য ৩০০০ পোস্টার ও র‍্যালিতে প্রচারণার জন্য ৪০০০ লিফলেট প্রকাশ করা হয় ও বিতরণ করা হয়।

- অভিবাসনের নামে মানবপাচার বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক ৩০০০ কপি লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়।
- চাতাল শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে অবহিতকরণ ও শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতার লক্ষ্যে ৬০০০ কপি ব্রুশিয়র প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়েছে।
- নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠী বীমা স্কিম সম্পর্কে অবহিতকরণ ও শ্রমিকদের বীমায় উদ্বুদ্ধকরণে ২০০০ কপি ব্রুশিয়র প্রকাশনা করে নির্মাণ শ্রমিকদের ফেডারেশনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

- শিশু গৃহশ্রমিকদের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০০০ কপি পোষ্টার ও ২০০০ কপি লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়।
- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর উদ্যেগে গৃহশ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩০০০ কপি পোষ্টার ও ২০০০ কপি লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়।
- শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ও গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর উদ্যেগে শ্রমজীবী কিশোর রাজন, রাকিবসহ শ্রমজীবী নারী হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১২০০ কপি লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়।